এক যুগে পদার্পন করলো কুষ্টিয়ার কেএনবি এ্যাগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ

কুষ্টিয়ায় কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ১ যুগে পদার্পন করেছে। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে কারখানা চত্বরে মিলাদ মাহফিল, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রশীদ।

এসময় তিনি বলেন, ফিড উৎপাদনের ক্ষেত্রে আস্থা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে একটি প্রতিষ্ঠান সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে কুষ্টিয়ার এই কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ তার উৎপাদিত ফিড বাজারে নামী দামী উৎপাদিত ফিডের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাজার সৃষ্টি করেছে। আগামীতে এই কোম্পানী দেশের মধ্যে ১ নং স্থানে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি আরও বলেন, কেএনবি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিতর এই এক যুগে ইতোমধ্যে প্রায় এক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার কামরুজ্জামান নাসির কঠোর হাড়াভাঙ্গা পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে যেভাবে চাঙ্গা করে যাচ্ছেন ঠিক তেমনিভাবে কুষ্টিয়াতে আরো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান নাসিরের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর পরিচালক চামেলী জামান, ডিজিএম (এডমিন) সাদ আহমেদ, এজিএম (সেলস এন্ড মার্কেটিং) ডা: মো: শহীদুল ইসলাম, একাউন্টস ম্যানেজার রমজান শেখ, ইমারত হোসেন, সেক্রেটারি রাজিব হোসেন, মাসুম শেখ, উৎপল কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান নাসির বলেন, আমরা মুরগীর খাবারে গুণগত মানের সাথে কোন আপোষ করি না। ব্যবসায়ীদের

উদ্দেশ্যে এসময় তিনি বলেন, মানুষের জন্য কিছু করবো বলেই এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রতিষ্ঠানটি এক যুগে পদার্পন করেছি। ধীরে ধীরে আমার সেই ছোট প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাচ্ছে। এটি আপনাদের সমন্বয় যুগের পর যুগ টিকে থাকুক এ কামনা করি।
ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমরা সবাই যদি আমাদের নীতি আদর্শের প্রতি অবিচল থাকি তবে আপনাদের ব্যবসায়ীক সাফল্যের পাশাপাশি কোম্পানীও উন্নতি লাভ করবে এজন্য আপনাদের সহযোগীতা কামনা করি।

পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান জেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

এসময় বিক্রয় প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন জেলার ডিলারগন ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মীর তনিমা। এর আগে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান নাসির ও কোম্পানীর পতাকা উত্তোলন করেন কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর পরিচালক চামেলী জামান। এরপর বেলুন উড়ানো ও কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের উদ্যোগে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনা সভা

কুষ্টিয়ায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া আদর্শ কলেজ মোড় মিলপাড়ায় জেলা শ্রমিকলীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক কেন্দ্র কমিটির সদস্য জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আমজাদ আলী খান।

কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ মহসিন আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেনের পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক মোঃ হামিদুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক বাদশা আলমগীর, জেলা শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ রিয়াজ আলী, ক্রীড়া সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য আসাদুল হক খান, মোতালেব হোসেন, জেলা যুব শ্রমিক লীগের যুগ্ন আহবায়ক রবিউল ইসলাম, সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন প্রমুখ।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইলিয়াস হোসেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

বক্তারা বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে ফিরে আসার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে সবকিছুই অনিশ্চিত ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন করেছেন। ওই সময়ে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে টিকে থাকতে পারবে না। বলা হয়েছে- বাংলাদেশ যদি উন্নয়ন করতে পারে তাহলে বিশ্বে আর কোনো দেশে উন্নয়ন অসম্ভব হবে না। তেমনই একটি বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে সকল আশঙ্কাকে দূরে ঠেলে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে পুনর্গঠন করেছেন বঙ্গবন্ধু। এই সময়ে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব না দিলে অস্ত্র উদ্ধার সম্ভব হত না। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা সহসা দেশে প্রত্যাবর্তন করত না। বাংলাদেশ অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন লাভ করেছে তার কোনোটিই অর্জিত হত না।’

বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন বঙ্গবন্ধু। আর তারই সুযোগ্য কণ্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তারই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছেন।

অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে: হানিফ

অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, ‘অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে, আর বিএনপির শত বাধা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ মানুষ ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন, এর মাধ্যমেই জনগণ প্রমাণ দিয়েছেন তারা উন্নয়ন ও শান্তির পক্ষে।

সোমবার (৮ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া শহরে নিজ বাসভবনে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচনে বিজয় লাভ করে নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি এসব কথা বলেন।

কুষ্টিয়া-২ এ ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু নির্বাচনে পরাজয় বরণের কারণে জোটে কোনো প্রভাব পড়বে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, জনতার রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের রায় মেনে নেওয়া উচিত। এখানে ভোটাররা সিদ্ধান্ত দিয়েছে, অসন্তুষ্ট হওয়াটা যৌক্তিক হবে না। আর এতে জোটে কোনো প্রভাব পড়বে না। জোট আছে, থাকবে। এই ঐক্য অটুট থাকবে।

হানিফ বলেন, বিএনপি এখন সন্ত্রাসী দল। তারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। নতুন সরকারের প্রথম কাজ হবে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ কর্মকাণ্ডকে কঠোরভাবে দমন করা।

নির্বাচন নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক বিভ্রান্ত ছড়িয়ে ছিল বিএনপি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেটা বলেন, সেটাই করেন। সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সরকার সর্বাত্তক সহযোগিতা করেছে।

হানিফ বলেন এই নির্বাচনের পর এদেশে নির্বাচন নিয়ে আর কোনো নীতিবাচক কথা বলার সুযোগ থাকবে না।

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে বিপুল ভোটে বিজয়ী লাভ করায় মাহবুব উল আলম হানিফকে জেলা তাতীলীগ এর পক্ষ সভাপতি রুহুল আমিন ফুলেল শুভেচছা জানান।

কুষ্টিয়ায় ৪টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে

তীব্র শীত উপেক্ষা করে সকাল থেকেই ভোট দিতে দেখা গেছে ভোটারদের। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটারদের উপস্থিতিও বাড়তে শুরু করে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়ার চারটি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে।

উত্তাপ আর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সকাল ৮টায় একযোগে এই ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীন ভাবে চলবে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। সবগুলো আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়ার ৪টি সংসদীয় আসনে মোট ৫৭৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৪৬টি কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলার ৫৭৮ ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চারটি আসনে দুই হেভিওয়েট প্রার্থীসহ মোট ৩১ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নৌকার বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আওয়ামী লীগ এবং দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। এতে নৌকার প্রতীক এবং আওয়ামী লীগের দলের প্রার্থীদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে ধারণা করছেন অনেকে।

নতুন ভোটার মারুফ হোসেন বলেন, জীবনে প্রথমবারের মতো আমি নিজে ভোট প্রদান করলাম। ভোট একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এতোদিনে জেনেছি, এখানে ভোটাররা তাদের নিজের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে গোপন কক্ষে ব্যালটপেপার নিয়ে ভোট দিয়ে থাকে। আজকে আমি নিজে গোপনকক্ষে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিলাম। ইনশাআল্লাহ আমার প্রথমভোট সফল হবে।

কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তৃতীয়বারের মতো প্রার্থী হয়েছেন। তার সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর পুত্র পারভেজ আনোয়ার তনু।

কুষ্টিয়া-২ মিরপুর ভেড়ামারা আসনে জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৪ দলের প্রাপ্তি হিসেবে নৌকা প্রতীকে চতুর্থবারের মতো নির্বাচন করছেন। এই আসনে আওয়ামী লীগ নেতা, মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে কামারুল আরেফিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনে নৌকার প্রার্থী বর্তমান বর্তমান সংসদ সদস্য সারোয়ার জাহান বাদশার সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য রেজাল হক চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আর কুষ্টিয়া -৪ কুমারখালী খোকসা আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য নৌকার প্রার্থী ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছেন সাবেক এমপি স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রউফ।

কুষ্টিয়ার চারটি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ লক্ষ ১৪২ হাজার ৯১২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৫১৬ জন এবং নারী ভোটার সংখ্যা ৮লক্ষ ২১ হাজার ৩৮৮ জন।

এখন পর্যন্ত একটি আসনের কোথাও কোনো ধরনের সহিংসতা বা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে ব্রিফিং

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর কুষ্টিয়ার প্রশাসন আজ শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার

কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্বে করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা ভোট গ্রহণে নিযুক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠকে নির্দেশনা দিয়েছেন। এতে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবু আনছারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা জানান, এরইমধ্যে নির্বাচন গ্রহণের সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ঝুঁকি মোকাবেলায় সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাবসহ সকল বাহিনী প্রস্তুত আছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তা আরো বলেন, ব্যালটসহ নির্বাচনি কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। দুর্গম তিনটি ইউনিয়নে ব্যালট নিরাপত্তা দিয়ে আগের দিন পাঠানো হবে। থাকবে ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে। অন্যসব ব্যালট ভোটের দিন সকালে কেন্দ্র কেন্দ্রে পাঠানো হবে।

কুষ্টিয়ার-৪টি আসনে মোট ৫৭৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। এরমধ্যে ২৪৬টি কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন।

কুষ্টিয়ায় ট্রেনে কেটে বৃদ্ধার মৃ*ত্যু

কুষ্টিয়া শহরতলীর জগতি ষ্টেশনের অদূরে ট্রেনে কেটে অজ্ঞাত এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার (৩ জানুয়ারি) সকালে জগতি স্টেশনের কাছাকাছি চেচুয়া নামক স্থানে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই বৃদ্ধার আনুমানিক বয়স (৬৫) বছর। বিষয়টি নিশ্চিত করে পোড়াদহ রেলওয়ে থানার (জিআরপি)।

থানার এসআই কায়কোবাদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সকালে রাজশাহী

থেকে ঢাকাগামী মধুমতি আন্তঃনগর ট্রেনটি তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিকেলের মধ্যে পরিচয় সনাক্ত না হলে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ট্রাস্টির মাধ্যমে অজ্ঞাত হিসেবে নিহতের লাশ দাফন করা হবে।

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বই উৎসব অনুষ্ঠিত

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বছরের প্রথম দিন বই তুলে দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে বিদ্যালয়ে বই উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোশদা বানুর সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন, তাহেরা বেগম, সিনিয়র শিক্ষক নাদিরা খান, জাহাঙ্গীর আলম সাইদুল ইসলাম, রেজাউল করিম, তাকিয়া সুলতানা, নিলীমা বিশ্বাস প্রমুখ। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথমদিনে নতুন বই হাতে পেয়ে উচ্ছাসিত শিক্ষার্থীরা। আর নতুন বই হাতে পেয়ে বাঁধভাঙা উচ্ছাসে মেতে উঠেছে শিক্ষার্থীরা।

কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রোশদা বানু বলেন, বছরের প্রথমদিন শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মানুষের মতো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। বিনামূল্যে প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বই পাচ্ছে। এবার বই নিয়ে কোন সংকট নেই। সকল শিক্ষার্থীকেই বই দেওয়া হবে। এরআগে তৃতীয় শ্রেণির লটারী ২২০ জনকে ফুল দিয়ে বরন কর হয়।

নৌকা প্রতীকে ভোট চাইলেন কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহবুবউল আলম হানিফকে নৌকা প্রতীকে ভোট চাইলেন জেলা শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দ।

আজ সোমবার দিনব্যাপী কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে মোটর শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বাস টার্মিনাল ভোট প্রার্থনা করেন। গণসংযোগ ও নির্বাচনী সভায় বক্তব্যে জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমজাদ আলী খান বলেন, শ্রমিকলীগ শুধু দলের প্রতি নয়, দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ রেখে কাজ করে। সকলে আগামী ৭ জানুয়ারি ভোট কেন্দ্রে যাবেন, এবং উন্নয়নের প্রতীক নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন? কারন নৌকা মানেই উন্নয়ন, নৌকা মানেই শান্তি। আপনারা মনে রাখবেন আমাদের এই কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রুপকার মাহবুব-উল আলম হানিফ। তাকে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির কাছে মানুষের জীবনের কোনো মূল্য নেই। তাই তারা ক্ষমতায় আসার জন্য মানুষকে আগুনে পুড়ে মারে। তারা অগ্নিসন্ত্রাস করে, বাসে ট্রাক আগুন দিয়ে েপিুড়য় হত্যা করে। কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক বাদশা আলমগীর, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইলিয়াস হোসেন, জেলা যুব শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন ও শহর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন, সদর থানা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন রানা, জেলা মটর শ্রমিকলীগ নেতা সিদ্দিকুর রহমান, মো: মানিক মিয়া, মো: আইয়ুব আলী, গণপূর্ত কর্মচারী ইউনিয়ন সিবিএ সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান কবিরসহ নেতৃবৃন্দ, জিল্লুর রহমান ও নির্বাহী

সদস্য হাবিবুর রহমান, শাহ আলম প্রমুখ। মোটরশ্রমিক লীগসহ গণপূর্ত কর্মচারী ইউনিয়ন, সড়ক জনপদের অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেও কাছেও হানিফ ভাইয়ের পক্ষে নৌকা প্রার্থীর পক্ষে ভোট চান নেতৃবৃন্দ।

কুষ্টিয়ায় ব্যাংক কর্মকর্তা নিখোঁজ

কুষ্টিয়ায় রাজিব আহমেদ (৪০) নামে এক ব্যাংক কর্মকর্তা নিখোঁজের ১০ দিনেও সন্ধান মেলেনি। গত ২২ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কুমারখালী পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের শেরকান্দি এলাকা থেকে তিনি নিখোঁজ হন।

নিখোঁজ রাজিব আহমেদ পূবালী ব্যাংকের কুমারখালী শাখার জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। তিনি জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বামনপাড়া গ্রামের ইব্রাহিম আলীর ছেলে।

এ ঘটনায় ২২ ডিসেম্বর রাতে কুমারখালী থানায় একটি সাধারণ ডায়রি দায়ের করেন ওই কর্মকর্তার স্ত্রী রায়হানা পারভীন। জিডি নম্বর ৯৫১।

ব্যাংক কর্মকর্তার স্ত্রী রায়হানা বেগম জানান, দুই সন্তান নিয়ে তিনি মাসখানেক ধরে তার বাবার বাড়ি খোকসায় আছেন। তার স্বামী কুমারখালীর শেরকান্দি এলাকায় ভাড়া বাসা থেকে নিয়মিত ব্যাংকে যাওয়া আসা করেন। গত ২১ ডিসেম্বর রাতে তার স্বামী মুঠোফোনে তাকে জানিয়েছিলেন শুক্রবার (২২ ডিসেম্বর) তিনি (রাজিব) গ্রামের বাড়ি ভেড়ামারা যাবেন। এরপর ২২ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তার সঙ্গে কথা বলে গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। কিন্তু বের হওয়ার ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর থেকে স্বামীর ফোন বন্ধ পান তিনি। তিনি আরও জানান, ওই দিন বিকেল থেকেই তিনি তার স্বামীর স্বজন, বন্ধুসহ সকল স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাননি। পরে থানায় জিডি করেছেন।

ব্যাংক কর্মকর্তার বড় ভাই সাইদুল ইসলাম সান্টু জানান, নিখোঁজের খবর পেয়ে সম্ভাব্য সকল স্থানে খোঁজাখুঁজি করছেন তারা। থানাতেও

গিয়েছেন। তবুও ভাইকে পাননি তিনি।

পূবালী ব্যাংক কুমারখালী শাখার ব্যবস্থাপক আব্দুল হামিদ জানান, রাজিব খুব ভদ্র, নম্র ও ভালো মানুষ ছিলেন। অফিসে কারো সঙ্গে কোনো মনোমালিন্য ছিল না। কথা কম বলতেন। গত ২০ ডিসেম্বর শেষ অফিসে এসেছিলেন রাজিব।

জিডির তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনই বিস্তারিত বলা যাচ্ছে না।

কুষ্টিয়ার মাসুদ বিড়ি ফ্যাক্টরিতে হানিফের নির্বাচনী পথসভা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জননেতা মাহাবুব উল আলম হানিফের নির্বাচনী পথসভা আজ সকালে বড়বাজার মাসুদ বিড়ি ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকদের নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা।

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিকলীগ কেন্দ্র কমিটির নির্বাহী সদস্য কুষ্টিয়া জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আমজাদ আলী খান।

মোহাম্মদ শাহাদ আলী বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন মাসুদ বিড়ি ফ্যাক্টরি শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ আকমান হোসেন, মোহাম্মদ হানিফ প্রামাণিক, জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মোঃ হামিদুল ইসলাম, মোঃ মুসা আলী খান, সংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন সহ সাধারণ সম্পাদক মোঃ সেলিম উদ্দিন শহর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন সমাজকল্যাণ সম্পাদক খমিনি আহমেদ জেলা যুবশ্রমিক লীগের যুগ্ন

আহবায়ক মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন।

প্রধান অতিথি আতাউর রহমান আতা তার বক্তব্যে বলেন, আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭ জানুয়ারি সকল ভোটার কে ভোট কেন্দ্রে তাদের উপস্থিত করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং জননেতা জনাব মাহবুবুল আলম হানিফের কুষ্টিয়ার জনপদের মানুষের জন্য কল্যাণমূলক কার্যক্রম করেছেন সেগুলা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

তিনি আরো বলেন, জননেতা মাহবুব আলম হানিফ আগামীতে এমপি নির্বাচিত হলে কুষ্টিয়া শহরকে স্মার্ট শহরে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম শুরু করবে।

প্রধান বক্তা আমজাদ আলী খান বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা মাহবুব উল আলম হানিফকে নৌকার প্রতীক দিয়ে কুষ্টিয়া সদর ৩ আসনে পাঠিয়েছেন তাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করা হবে এবং সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। যারা ভোটকে বাঁধাগ্রস্থ করার জন্য ষড়যন্ত্র করছে এদের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন এবং শ্রমিকদের স্থানীয় সমস্যাগুলো নেতৃবৃন্দের কাছে তুলে ধরেন নির্বাচনের পরে বিষয়গুলি সমাধান করার জন্য আশ্বাস দেন।